রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ২৪, ২০০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ই শ্রাবণ ১৪০৯/২৩শে জুলাই ২০০২

এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০২—জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল ঃ—

১। **বিধিমালার নাম।**—এই বিধিমালা মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন নিবন্ধীকরণ বিধিমালা, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২ ;

(খ) "কাউন্সিল" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল ;

(গ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল ;

(ঘ) "নীতিমালা" অর্থ আইনের ধারা ৭(ঘ) এর অধীন প্রণীত সংগঠন পরিচালনার নীতিমালা ;

(ঙ) "নিবন্ধক" অর্থ আইনের ধারা ১১(১) এর অধীন নিযুক্ত নিবন্ধক ;

(চ) "নিবন্ধন" অর্থ এই বিধিমালার বিধি ৫ এর অধীন নিবন্ধন ;

(ছ) "নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ" অর্থ নিবন্ধক এবং তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত ;

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

(জ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে উল্লিখিত ফরম ;

(ঝ) "মহাপরিচালক" অর্থ কাউন্সিলের মহাপরিচালক ;

(ঞ) "সংগঠন" অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সমিতি, এসোসিয়েশন, সংসদ ও কোম্পানীও অন্তর্ভুক্ত।

৩। সংগঠন নিবন্ধনের সাধারণ শর্তাবলী।—সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নিম্নবর্ণিত সংগঠন এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধিত হইবার যোগ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়সহ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ;

(খ) মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল-স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি কিংবা স্থাবর সম্পদ সংরক্ষণে কার্যক্রম গ্রহণসহ সর্বতোভাবে পুনর্বাসন সংক্রান্ত সংগঠন ;

(গ) রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের সকল স্তরে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে শিশু, কিশোর, যুবক, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, মহিলা, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিককর্মী ও সকল শ্রেণীর পেশাজীবীদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ;

(ঘ) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ;

(ঙ) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্মৃতি ও আদর্শ সংক্রান্ত সৌধ, ভাস্কর্য, যাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন সংরক্ষণ সম্পর্কিত সংগঠন ;

(চ) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠন।

৪। সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা।—(১) কোন ব্যক্তি কোন সংগঠনের সদস্য হইতে পারিবেন, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হন ; বা

(খ) বীর মুক্তিযোদ্ধা বা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হন ; বা

(গ) শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য হন।

(২) কোন ব্যক্তি সংগঠনের সদস্য হওয়ার অযোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট থাকেন ; বা

(খ) ফৌজদারী মামলায় অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সাজাপ্রাপ্ত হন ; বা

(গ) নৈতিকতা বা রাষ্ট্র বিরোধী কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকেন।

৫। সংগঠনের নিবন্ধন।—(১) এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধন গ্রহণ সাপেক্ষে কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করা যাইবে এবং নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ২৫ (পঁচিশ) জন হইতে হইবে।

(২) কোন সংগঠনকে নিবন্ধিত হইতে হইলে তফসিলে উল্লিখিত নির্ধারিত ফরমে (ফরম 'ক') নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং সংগঠনের সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উক্ত সংগঠনের পক্ষে নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধক বরাবরে আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদনপত্রের সহিত—

(ক) নিবন্ধকের অনুকূলে ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার সংযুক্ত করিতে হইবে ;

(খ) সংগঠনের অনুমোদিত গঠনতন্ত্র সংযুক্ত করিতে হইবে ;

(গ) নিবন্ধনের জন্য আবেদনকৃত সংগঠন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক হইবে মর্মে তফসিলে উল্লিখিত ফরমে (ফরম 'খ') ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইবে ;

(ঘ) সংগঠনের অনুকূলে ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকার স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং উহার সপক্ষে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে ; এবং

(ঙ) তফসিলে বর্ণিত অন্যান্য কাগজপত্র ও তথ্যাদি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে নিবন্ধক—

(ক) এই বিধির অধীন সকল শর্ত পূরণ করিয়া আবেদন করা হইয়াছে কিনা উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবেন ;

(খ) প্রয়োজন মনে করিলে, আবেদনপত্রের সহিত পেশকৃত কাগজপত্র ছাড়াও প্রস্তাবিত সংগঠনের প্রধান কার্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন ;

(গ) আবেদনকারী মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী পূরণে সক্ষম কিনা সে বিষয়টি বিবেচনা করিবেন ;

(ঘ) প্রয়োজন মনে করিলে, অন্য যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আবেদনের যথার্থতা নিরূপণ করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া নিবন্ধক যদি—

(ক) এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য নীতিমালার শর্তাবলী পূরণ করিতে সক্ষম, তাহা হইলে উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনটি মঞ্জুর করিবেন; এবং

(খ) এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য নীতিমালার শর্তাবলী পূরণ করিতে সক্ষম নহেন, তাহা হইলে কারণ বিবৃত করিয়া উক্ত আবেদন না মঞ্জুর করিবেন এবং আবেদনকারীকে উহা অবহিত করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫)(ক) এর অধীন কোন আবেদন মঞ্জুর করা হইলে নিবন্ধক পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফিস আদায় করিয়া আবেদনকারীকে সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করিবেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে উহার নিবন্ধন সম্পন্ন করিবেন।

৬। **বিদ্যমান সংগঠনের নিবন্ধন**।—(১) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিদ্যমান সকল সংগঠনকে বিধি ৫ এ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) বিদ্যমান কোন সংগঠন উপ-বিধি (১) এর অধীন নিবন্ধিত না হইলে নিবন্ধক উহার সকল কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত করা হইলে উক্ত সংগঠনের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনাসহ নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব কাউন্সিলের উপর বর্তাইবে এবং কাউন্সিল তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিয়া উক্ত সংগঠনের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনাসহ নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে এবং শুধুমাত্র সংগঠনের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রেই উহা সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক দায়িত্ব গ্রহণের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সাধারণ সদস্যদের মধ্য হইতে ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিবেন এবং উক্তরূপ কমিটি গঠনের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে স্থগিত সংগঠনের সদস্যদের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করিবেন এবং উক্ত কমিটির সহায়তায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থগিত সংগঠনের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সংগঠনের দায়িত্বভার পূর্ণাঙ্গ কমিটির নিকট হস্তান্তর করিবেন।

৭। **সংগঠনের কার্যবিবরণী, হিসাব ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রেরণ**।—(১) নিবন্ধিত সংগঠন উহার প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী ও গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত আইন বা এই বিধিমালা বা প্রণীত নীতিমালার পরিপন্থী হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল বা সংশোধন করিবার জন্য বা কার্যকর না করিবার জন্য নিবন্ধক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) নিবন্ধিত সংগঠন প্রতি আর্থিক বৎসর শুরু হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলী, আয়-ব্যয় ইত্যাদির একটি প্রতিবেদন নিবন্ধকের নিকট পেশ করিবে।

৮। **পরিদর্শন, ইত্যাদি**।—(১) নিবন্ধক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া কোন সংগঠনের স্থান, কার্যালয়, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ, নগদ এবং ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ইত্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদন্ত করিতে পারিবেন এবং তাঁহার বিবেচনায় আনুষংগিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কাউন্সিলের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাক্রমে কোন সংগঠনের কার্যক্রম সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হইলে বা উহার কার্যক্রম সংগঠন পরিচালনার জন্য আইনের ধারা ৭(ঘ) এর অধীন কাউন্সিল কর্তৃক সময় সময় প্রণীত নীতিমালার পরিপন্থী হইলে নিবন্ধক উক্ত সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিলের জন্য উক্ত সংগঠনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর সুপারিশের ভিত্তিতে কাউন্সিল কর্তৃক উক্ত সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে নিবন্ধক উক্ত সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন এডকহ কমিটি গঠনের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সংগঠনের সদস্যদের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটির নিকট সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) নিবন্ধক প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সময় যে কোন সংগঠনের কাগজ পত্র, দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি তলব করিতে পারিবেন।

তফসিল

[বিধি ২(গ), ৫(২) এবং ৫(৬) দ্রষ্টব্য]

মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত যে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি জমা দিতে হইবে উহার বিবরণ

কোন মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র ও তথ্যাদি জমা দিতে হইবে, যথা ঃ—

১। নিবন্ধকের অনুকূলে ৫০০ (পাঁচশত টাকা) ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার (যে-কোন তফসিলি ব্যাংক হইতে) জমা দিয়া মূল কপি আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

২। ১ (এক) কপি 'ক' ফরম পূরণ করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

৩। নির্ধারিত ফরমে (ফরম 'খ' অনুযায়ী) সংগঠন নিবন্ধীকরণের শর্তাবলী পালন সংক্রান্ত ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা দাখিল করিতে হইবে।

৪। গঠনতন্ত্রের (ফরম 'গ' অনুযায়ী) ৫ (পাঁচ) কপি টাইপ করা এবং প্রতি পৃষ্ঠায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উভয়ের স্বাক্ষরসহ জমা দিতে হইবে।

৫। যেই সাধারণ সভায় সংগঠনের নামকরণ ও নাম অনুমোদনের প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত হইয়াছিল সেই সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষরযুক্ত এবং গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত রেজুলেশনের ১ (এক) কপি জমা দিতে হইবে।

৬। যেই সাধারণ সভায় সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ গঠনের প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত হইয়াছিল সেই সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষরযুক্ত এবং গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত রেজুলেশনের ১ (এক) কপি জমা দিতে হইবে।

৭। ৪ ও ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত রেজুলেশন খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া সকল সদস্যদের স্বাক্ষরযুক্ত রেজুলেশনের ফটোকপি গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

৮। কার্যকরী পরিষদ সদস্যদের নাম, পদবী, পেশা, ঠিকানা (বর্তমান) ও নিজ স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা ১ কপি, তালিকার সংগে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের সত্যায়িত ছবিসহ দাখিল করিতে হইবে।

৯। সাধারণ সদস্যদের নাম, পিতার নাম, পেশা, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং নিজ স্বাক্ষরযুক্ত সদস্য ভর্তির ফরম (ছবিসহ) সংগঠনের কার্যালয়ের নথিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১০। সংগঠনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী (কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি) আলাদা কাগজে দাখিল করিতে হইবে।

১১। সংগঠনের নামে ব্যাংক হিসাব নং সহ ব্যাংক ম্যানেজারের প্রত্যায়নপত্র অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে—১ কপি।

১২। সংগঠনের কার্যালয়ের দলিল/ভাড়ার ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকার স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র দাখিল করিতে হইবে।

১৩। সংগঠনের সম্পদের বিবরণী (সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরযুক্ত)। সংগঠনের অনুকূলে কমপক্ষে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার স্থায়ী আমানত থাকিতে হইবে।

১৪। সংগঠনের সম্ভাব্য বাজেট (আয়-ব্যয়ের) বিবরণী দাখিল করিতে হইবে—১ কপি।

১৫। আবেদনপত্রে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের সুপারিশ থাকিতে হইবে।

১৬। কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাগণ একই পরিবারের সদস্য নহেন মর্মে প্রত্যয়নপত্র—১ কপি দিতে হইবে।

১৭। কাউন্সিল ছাড়া যে কোন সংগঠনের নিবন্ধন গ্রহণ করিতে বা যে কোন বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিবন্ধককে অবহিত করা হইবে মর্মে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অঙ্গিকারনামা দিতে হইবে।

ফরম 'ক'

(তফসিল দ্রষ্টব্য)

আবেদনপত্র

নিবন্ধক,
এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।

জনাব,

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন নিবন্ধীকরণ বিধিমালা, ২০০২ এর বিধি-বিধান অনুযায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছুক। সংগঠনের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

১। সংগঠনের নাম .....

২। গ্রাম ....., বাড়ী নং ....., রোড নং .....,
ওয়ার্ড নং ....., ডাকঘর ....., পোঃ কোড .....,
থানা ..... উপজেলা ..... জেলা.....।

৩। সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ .....
(সংগঠন কর্তৃক গৃহীত বর্তমান চালু কার্যক্রমের অথবা ভবিষ্যতের গ্রহণযোগ্য কার্যক্রমের ভিত্তিতে উল্লেখ করিতে হইবে)।

৪। সংগঠনের সীমানা/পরিধি ঃ .....
.....
(স্থানীয় এলাকা, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সংগঠনের বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে)।

৫। কিভাবে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়ভার সংগ্রহ/বহন করা হইবে সংযুক্ত বাজেট কথায় ও অংকে উল্লেখ করিতে হইবে।

৬। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের নাম, পদবী, পেশা ও ঠিকানা ঃ—

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	পেশা	ঠিকানা	স্বাক্ষর
১					
২					
৩					
৪					
৫					

৭। যেই ব্যাংকে সংগঠনের নামে তহবিল জমা রাখা হইবে/হইয়াছে সেই ব্যাংকের নাম, ঠিকানা ও হিসাব নং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র ঃ .....।

৮। সংগঠনের সম্পদের বিবরণী (স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদের পৃথক বিবরণী দাখিল করিতে হইবে) ঃ—

আমরা মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন নিবন্ধীকরণ বিধিমালা, ২০০২ এর অধীনে উপরে বর্ণিত সংগঠনের নিবন্ধনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

আবেদনকারী সংগঠনের মহাসচিব/সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর (অফিসের সীল)	আবেদনকারী সংগঠনের সভাপতির স্বাক্ষর (অফিসের সীল)

ফরম 'খ'

(তফসিল দ্রষ্টব্য)

অঙ্গীকারনামা

বরাবর,

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল

আমরা ১।..... পিতা.....
গ্রাম/ওয়ার্ড নং.....
ডাকঘর.....উপজেলা.....
জেলা.....২।.....
পিতা.....গ্রাম/ওয়ার্ড নং.....ডাকঘর.....
উপজেলা.....জেলা.....
অঙ্গীকার করিতেছি যে,.....সংগঠনটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন। বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে.....(সংগঠন) এর কোন সংশ্লিষ্টতা নাই এবং বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে.....(সংগঠন) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হইবে না বা কোন কর্মসূচীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করিবে না। .....(সংগঠন) এর কোন সদস্য স্বাধীনতা বিরোধী কোন কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না বা সংশ্লিষ্ট নাই, কোন সদস্য ফৌজদারী মামলায় অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সাজাপ্রাপ্ত নন এবং কোন নৈতিকতা বা রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত নন।

এছাড়া আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরোল্লিখিত বক্তব্যের পরিপন্থী এবং আইন ও বিধিমালার পরিপন্থী কোন কর্মকান্ডে অত্র সংগঠনের কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট থাকিলে অত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারী সংগঠনের মহাসচিব/সাধারণ সম্পাদক সীল	আবেদনকারী সংগঠনের সভাপতি সীল

ফরম 'গ'

(তফসিল দ্রষ্টব্য)

গঠনতন্ত্র প্রণয়নের নিয়মাবলী

১। ভূমিকা ঃ—

২। সংগঠনের নাম ঃ—

৩। সংগঠনের ঠিকানা (স্থায়ী/অস্থায়ী) ঃ—গ্রামঃ পোঃ থানাঃ ওয়ার্ডঃ

৪। সংগঠনের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত এলাকা ঃ—

৫। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী (বিস্তারিতভাবে উল্লেখকরণ) ঃ—

৬। সদস্যপদ লাভঃ—(ক) সদস্য হওয়ার যোগ্যতা (বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে)। বাংলাদেশের নাগরিক/প্রাপ্তবয়স্ক/মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য/শহীদ পরিবারের সদস্য/ মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি।

৭। সদস্যপদ সাময়িক স্থগিতকরণ/বাতিলকরণঃ—(১) সদস্যপদ প্রাপ্তির পর ৬ (ছয়) মাস চাঁদা না দিলে, (২) পর পর তিন সভায় অনুপস্থিত থাকিলে, (৩) সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করিলে, (৪) সংগঠনের চাকুরী, বেতন ভাতা গ্রহণ করিলে, (৫) মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিলে, (৬) আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হইলে বা দেউলিয়া হইলে, (৭) নৈতিকতা বা রাষ্ট্র বিরোধী কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকেন, (৮) কোন সদস্য সংগঠন হইতে বেতন ভাতা, সম্মানী বা কোন মুনাফার অংশ গ্রহণ করিলে তার সদস্যপদ বাতিল হইবে। সদস্যপদ বাতিল করা হইলে পুনরায় সদস্যপদ দেওয়ার জন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে।

৮। সাংগঠনিক কাঠামোঃ—(ক) সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের নাম। যেমন ঃ- সাধারণ পরিষদ, কার্যকরী পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ ইত্যাদি। পরিষদের সদস্য, পদবী উল্লেখসহ বিস্তারিতভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পদবীভিত্তিক ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কার্যকরী পরিষদ সর্বনিম্ন ৯(নয়) সদস্যবিশিষ্ট হইতে হইবে। নির্বাচন ও নির্বাচন পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। সাধারণ পরিষদ, কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদসহ অন্যান্য পরিষদ গঠন ও নির্বাচন পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৯। বিভিন্ন সভা আহ্বানের নিয়মাবলীঃ—(ক) সভার নামঃ- সাধারণ সভা, কার্যকরী সভা, জরুরী সভা, মূলতবী সভা, তলবী সভা ইত্যাদি। (খ) সভার নোটিশঃ সাধারণ সভা কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন, এবং কার্যকরী সভা ৭ (সাত) দিন এর নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে। সাধারণ পরিষদের জরুরী সভা ৭ (সাত) দিন এবং কার্যকরী পরিষদ এর জরুরী সভা ৩ (তিন) এর নোটিশে আহ্বান করা যাইবে। (গ) সভার কোরাম ঃ সকল সভার কোরাম দুই তৃতীয়াংশ এর উপস্থিতিতে পূর্ণ হইবে।

১০। আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ—(ক) আর্থিক লেনদেন এবং সরকার অনুমোদিত যে কোন ব্যাংকে সংগঠনের একটি চলতি/সঞ্চয়ী হিসাব খুলিতে হইবে। (খ) হিসাবটি সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ (পারস্পরিক আত্মীয় নহে) এই তিন জনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। (গ) সংগঠনের নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাইবে না। (ঘ) সংগঠনের প্রয়োজনীয় অর্থ খরচের পূর্বে উত্তোলনের জন্য কার্যকরী পরিষদ সভায় অনুমোদন লইতে হইবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় বার্ষিক বাজেট ও সকল খরচ অনুমোদন করিতে হইবে। (ঙ) সংগঠনের হিসাব নিরীক্ষার জন্য হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি উল্লেখ করিতে হইবে। নিবন্ধক বা নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করাইতে হইবে। সংগঠনের অডিট রিপোর্ট ও বার্ষিক কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে নিবন্ধক বা নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

১১। গঠনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি ঃ—গঠনতন্ত্রের যে কোন বিধান পরিবর্তন করিতে হইলে সংগঠনের সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে সংশোধন করা যাইবে তবে উহা নিবন্ধক বা নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর কার্যকরী হইবে।

১২। সংগঠনের তহবিল বৃদ্ধিকল্পে যে কোন প্রকার প্রকল্প/কর্মসূচী/অনুষ্ঠান পরিচালনার পূর্বে নিবন্ধক বা নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচী/অনুষ্ঠান এর আয়-ব্যয় এর হিসাব নিবন্ধক বা নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১৩। সমিতির সদস্যদের একক নামে বা দলভিত্তিক কোন সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইলে উহার বিবরণ ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

১৪। সংগঠনের স্থায়ী সম্পদ নিবন্ধক বা নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত হস্তান্তর বা রূপান্তর করা যাইবে না মর্মে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ থাকিবে।

১৫। গঠনতন্ত্রে যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন উক্ত সংগঠনটি আইন এবং বিধিমালা এর আওতায় এবং দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী সকল কার্যাদি পরিচালিত হইবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কার্যকরী হইবে।

১৬। যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে মোট সদস্যের তিন পঞ্চমাংশ সদস্য সংগঠনের বিলুপ্তি চান তবে যথানিয়মে নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। নিবন্ধক বা নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন উহাই কার্যকর হইবে।

বিঃদ্রঃ—এই নির্দেশিকায় সরকারের প্রচলিত নীতিমালাকে অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রয়োজনে সরকার ও কাউন্সিল যে কোন আদেশ পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খন্দকার ফজলুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ সারোয়ারুজ্জামান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।